দশে মিলে করি কাজ হারি জিতি নাহি লাজ

আরিফুর রহমান খাদেম

প্রিয় জন্মভূমির প্রতি অসীম ভালবাসা থাকা সত্ত্বেও আমাদের অনেককেই দেশের বাইরে আসতে হয়। একেক জনের উদ্দেশ্য একেক রকম। কেউ আসে শিক্ষা গ্রহনের উদ্দেশ্যে, আবার কেউ আসে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে। কারো কারোর শত ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও দেশে স্থায়ীভাবে ফিরে যেতে পারেন না। এই ফিরে না যেতে পারার পেছনে অনেক কারন-ই থাকতে পারে। কেউ দীর্ঘদিন প্রবাস জীবন কাটানোর পর এখানকার লাইফ-স্টাইলের সাথে বাংলাদেশের লাইফ-স্টাইলের সমন্বয় ঘটাতে পারবেন না বলে এখানেই থেকে যান। আবার কেউ কেউ এ দেশে তাদের বেড়ে উঠা শিশু সন্তানদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে দেশে যাওয়া থেকে বিরত থাকেন। অবশ্য অপ্রিয় হলেও সত্য যে কেউ কেউ অর্থনৈতিক অবস্থার কথা বিবেচনা করেও দেশে যাওয়ার কথা মাথায় আনতে নারাজ, এই ভেবে যে দেশে গিয়ে করব কী ?

যেকোনো অজুহাতেই হোক, আমাদের অধিকাংশই এখানে এসে থেকে যাই। সুদূর এ অষ্ট্রেলিয়ায় কেউ কেউ অতি অল্প দিনেই অষ্ট্রেলিয়ান বনে যান, আবার কেউ কেউ দীর্ঘ দিন প্রবাস যাপনের পরও বাংলাদেশী-ই রয়ে যান; যা নিজের ইচ্ছায়-ই হোক বা নিজেকে মানিয়ে নিতে না পারার কারণেই হোক। যারা নিজেদের বদলাতে পারেন না এবং নিজেদের শুধুই বাংলাদেশী হিসেবে অধিষ্ঠিত করতে চান, তাদের মধ্যেই কেউ কেউ শত ব্যস্ততার পরও বাংলাদেশকে নিয়ে ভাবেন। কেউ রাজনৈতিকভাবে, আবার কেউ কেউ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে। ফলে বাংলাদেশের মতোই এখানেও আমরা বৈশাখী মেলা থেকে শুরু করে, একুশে মেলা, বিজয় দিবস মেলা, পিঠা উৎসব সহ বিভিন্ন সময় নানা রকম সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার আয়োজন করে থাকি। অপরদিকে রাজনৈতিক পরিমন্ডলেও পিছিয়ে নেই। কেউ করি আওয়ামীলীগ, আবার কেউ বি এন পি। এর জন্য যত ধরনের মিটিং, আলোচনা, বক্তৃতা পর্ব, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দরকার সবই হচ্ছে। শুধু পার্থক্য একটাই, এখানে বাংলাদেশের রাজপথের মত আন্দোলন হয় না। যদি এ সুযোগ পাওয়া যেত হয়ত তা-ও হাত ছাড়া করতাম না। তবে ইদানিং কিছু কিছু অপ্রিয় ঘটনার কথা শুনা যাচ্ছে যা রেস্টুরেন্ট থেকে রাস্তায় পর্যন্ত গড়িয়েছে, যার ফলে মামলা-মোকদ্দমাও নাকি হয়েছে। হয়ত এমন এক দিন আসবে যখন এগুলোও নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে।

আমরা বাংলাদেশীদের বা বাংলাদেশের দেশে-বিদেশে অনেক সুনাম এবং বদনাম দুটোই আছে। আমরা যেমন মহান কাজটি করতে পারি, আবার সবচেয়ে জঘন্য কাজগুলোও অবলীলায় করে থাকি। শত দূর্নাম বদনামের ভাগীদার হয়েও আমি ব্যক্তিগতভাবে একটি কথায় বিশ্বাসী যে বাংলাদেশীরা পারে না এমন কোনো কাজ নেই। দু-একটি উদাহরণ তুলে ধরতে চাই। আমি যখন আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম, তখন সেখানে যাওয়ার পরপরই শুনি, এ বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে ভাল ফলাফল বাংলাদেশীরা করে, আবার সবচেয়ে খারাপটিও নাকি আমাদের দ্বারাই হয়। তখন শুধু কথাগুলো শুনেই গেলাম। পরবর্তীতে আমি যখন সফলতার সাথে অনার্স শেষ করলাম তখন অন্যদের কথাগুলো বাস্তবের সাথে মিলিয়ে দেখলাম। বিভিন্ন ফ্যাকাল্‌টিতে আমাদের দেশীয় ছাত্র-ছাত্রীদের টপ্‌ রেজাল্‌ট দেখে সত্যিই মুগ্ধ হলাম। একইসাথে হলাম হতাশ অনেকের ব্যর্থতা দেখে। অন্যদিকে, আমরা দূর্নীতিতে বার বার হ্যাট্রিক করার পরও, আমাদের দেশীয় আতিথেয়তার কাছে যেকোনো দেশ হার মানতে বাধ্য। আমাদের দেশের কৃতি সন্তানরাও নোবেল শান্তি পুরস্কারের মত অসাধারণ পুরস্কারটি পাচ্ছে। ঠিকমত খেতে পায় না কুলি বা দিনমজুরদের ছেলে-মেয়েরাও মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক পর্যায়ে দেশের সবচেয়ে ভাল ফলাফলগুলো করছে। আবার আমেরিকার কোনো ব্যস্ত শহরের এক সৎ টেক্সি চালকের সততা আমেরিকানদের মাঝে বাংলাদেশীদের মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছে। সে ইচ্ছা করলেই তার এক মহিলা যাত্রীর রেখে যাওয়া কোটি কোটি টাকার হীরা ও স্বর্ণালংকার নিজের কর্তৃতে নিয়ে রাতারারি কোটিপতি হতে পারত।

আজ আমরা বাংলাদেশী বলেই বাংলাদেশের ভাল মন্দ সবই প্রবাসেও বহন করে বেড়াচ্ছি। যদি বাংলাদেশী না হতাম তাহলে নিজেদের অন্যভাবে চালিত করতাম- হয়ত যেভাবে আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত, নেপাল, পাকিস্তান বা শ্রীলংকানরা এখানে চলে। কারণ তারা আমাদের মত উপরে উল্লিখিত এত কিছু নিয়ে জড়িত নয়। খাবারের ধরণ ও চেহারা ছাড়া তারা প্রায় সবদিক দিয়েই আমাদের থেকে ভিন্ন। আর ভিন্ন বলেই আমরা বাংলাদেশী। অন্য ভাষা, জাতীয়তা, চিন্তা-চেতনা বা সংস্কৃতি আমরা মেনে নিতে পারিনি। যেহেতু আমাদের এবং আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে যুগ যুগ ধরে এ অষ্ট্রেলিয়ার মাটিতে জীবন কাটাতে হবে, সেহেতু আমাদের উচিত নয়কি এমন কিছু তাদের জন্য রেখে যাওয়া যা নিয়ে তারা গর্ব বোধ করতে পারবে, যার মাধ্যমে প্রবাসেও তারা বাংলাদেশকে ফিরে পাবে? আমরা যারা প্রাপ্ত বয়সে অষ্ট্রেলিয়ায় এসেছি কোনোদিন হয়ত এ দেশকে বা দেশের মাটিকে বাংলাদেশের মত ভালবাসতে পারব না। তবে ইচ্ছা করলেই বাংলাদেশের অনেক স্মৃতিই আমরা এখানে ধারণ করতে পারি। এরজন্য দরকার দলমত নির্বিশেষে সম্মিলিত প্রচেষ্টা, যে প্রচেষ্টার বলে বলীয়ান হয়ে একটি জাতি একদিন স্বাধীনতা পেয়েছিল। পেয়েছিল একটি দেশের নুতন নাম- বাংলাদেশ। তবে অষ্ট্রেলিয়ার মাটিতে আমাদের কোনো আন্দোলনের প্রয়োজন নেই। সবাই স্বীয় প্রফেসনে কাজ করার পর যে মূল্যবান সময় অন্যখাতে ব্যয় করি এর এক দশমাংশ সময়ই যথেস্ট।

প্যারামেটা রোডে চলার সময় দেখা যায় Delhi Road, Bombay Road. তাছাড়া অষ্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন রাস্তায় চললে দেখা যায় ভারতীয় কোনো শহর বা বিখ্যাত ব্যক্তির নামে অনেক স্থানের নামকরন করা হয়েছে। আবার অনেকের মতে, Parramatta শব্দটিও বহুকাল আগে এসেছে parram+atta (পরম আত্মা) থেকে। ঠিক একইভাবে, গুরু, চক্র, সংস্কৃত, ব্যান্দিত ইত্যাদি শব্দগুলোও ইংরেজি শব্দের মতই ইংরেজি ভাষায় ব্যবহৃত হচ্ছে ও বিভিন্ন ডিকশনারিতে লিপিবদ্ধ হয়েছে। আমার মনে হয় না, এ নামকরন গুলো করতে ভারতীয় কোনো প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন জড়িত ছিল। কিন্তু সিডনিতে আমাদের দেশীয় এত সংগঠন থাকতেও আমরা কেন পারছিনা দেশের কিছু স্মৃতি এখানেও ফিরে পেতে! আমরা ইচ্ছা করলেই কি পারি না আমাদের দেশের বিখ্যাত ব্যক্তি বা স্থানের নামে এখানেও কিছু জায়গার নামকরন করতে? এমনতো নয় যে অষ্ট্রেলিয়ার কোনো নাম সরিয়ে আমাদের নাম বসাতে হবে! অষ্ট্রেলিয়া উন্নত দেশ ঠিকই, কিন্তু এ দেশের অনেক জায়গা আছে যেখানে দশ বছর আগেও তেমন কোনো বসতি ছিল না। আজ শহরতলী 'মিন্টু'-র কথাই বলা যাক। সেখানে দশ বছর আগে কি ছিল, আর এখন কি হয়েছে! এটি এখন একটি প্রসিদ্ধ সাবার্ব, এবং এ সম্ভব হয়েছে আমাদের বাংলাদেশীদের জন্যই। শুধুমাত্র গত এক বছরেই সেখানে বাংলাদেশীদের নতুন বাড়ি হয়েছে দুশ-র উর্দ্ধে। যখন কোনো পরিত্যক্ত বা অব্যবহৃত জায়গায় নুতন নুতন আবাস গড়ে উঠে, তখন নিশ্চয়ই নতুন নতুন রাস্তা-ঘাট ও পার্ক হয়, যাদের দরকার হয় নামের। আমরা কি পারি না কোনো একটি রাস্তার নামকরন করতে শেখ মুজিব রোড বা জিয়াউর রহমান এ্যাভিনিও, কিংবা মাওলানা ভাসানী উদ্যান বা নজরুল ইসলাম এ্যাভিনিও?

আমাদের বাংলাদেশে যেখানে খ্যাতিমান লোকের অভাব নেই সেখানে যদি বনানীর মত হাই ক্লাস এলাকায় তুরস্কের কোনো এক কালের সম্রাটের নামে 'কামাল আতার্তুক এভিনিও'র নাম হতে পারে, বাংলাদেশের প্যারাডাইস নামে খ্যাত দ্বীপের নাম যদি 'সেন্ট মার্টিন'স দ্বীপ' হতে পারে, তাহলে যেখানে অধিকাংশ বাংলাদেশীর বাস, সেখানে আমাদের বিখ্যাত লোকদের নামে কোনো রাস্তা, উদ্যান বা সাবার্বের নাম হলে দোষের কি? ভিন্ দেশীয় লোকদের নামে বাংলাদেশের জায়গার নামকরন হয়েছে বলে আমি ঈর্ষা করছি না। করলে সেটা পরিশেষে আমাদের ঘারেই এসে পড়বে, যেহেতু আমিও একই ধরনের কাজের প্রস্তাব করছি। তাছাড়া তাদের নামে নামকরনের পেছনে কিছু ঐতিহাসিক কারণ থাকতেই পারে।

ইতিমধ্যেই বলেছি বাংলাদেশীরা পারে না এমন কোনো কাজ নেই। ANZ ব্যাংকের একটি উদাহরণ টেনেই বলি। সিডনিতে বসবাসরত অনেকেই TT-র মাধ্যমে দেশে টাকা পাঠান। লোক মুখে শুনা ও আমার ব্যক্তিগত ধারণা যে বাংলাদেশীদের অধিকাংশই এ ব্যাংকের মাধ্যমে টাকা পাঠিয়ে আসছেন। আমি নিজেও ব্যক্তিগতভাবে দীর্ঘদিন ধরে এ প্রতিষ্ঠানের সার্ভিস নিয়ে আসছি। অনেকের মতে, বাংলাদেশে কয়েক বছর আগেও কয়েকটি ANZ ব্যাংকের শাখা ছিল, যার ফলে এ ব্যাংকের লেনদেন অপেক্ষাকৃত সহজ ছিল। সিডনিতে বসবাসরত বাংলাদেশীদের একটা বিশাল অংশ এ ব্যাংকের নিয়মিত সার্ভিস গ্রহণ করলেও TT-র মাধ্যমে টাকা পাঠানোর অনেক সুযোগ সুবিধা থেকেই আমরা বঞ্চিত হতাম। প্রতিবার টাকা পাঠানোর আগে exchange rate জানতে হয়তো ফোনে দীর্ঘ লাইনে অপেক্ষা করতে হত, নয়তো সরাসরি ব্যাংকে গিয়ে জানতে হত। অথচ অনলাইনে আমাদের দেশ থেকে বহুলাংশে কম জনপ্রিয় বেশ কয়েকটি দেশের (গ্রাহক সংখ্যার বিচারে) রেট-ই শুধু নিয়মিত আপডেট হতো না, ব্যাংকে না গিয়ে ঘরে বসেই তাদের দেশে টাকা পাঠানো যেত। এ ব্যাপারটি সবসময়ই আমার কাছে পীড়াদায়ক মনে হত। আমার কাছে মনে হত ইচ্ছাকৃতভাবেই হয়ত তারা বাংলাদেশকে এড়িয়ে যাচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে সিরিয়াস আলোচনা করতে আমি ব্যাংকের উচ্চ পদস্থ কিছু কর্মচারীর শরণাপন্ন হই। তারা বিষয়টি বিভিন্ন অজুহাত ও বাংলাদেশী মুদ্রার নানান সমস্যা তুলে ধরে বলল এটা কোনোভাবেই সম্ভব নয়।

আমি নাছুড়বান্দা। আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত ও শ্রীলংকার রুপী যদি তাদের ওয়েব পেজে স্থান পায়, বাংলাদেশী টাকা কী দোষ করল ? এত সহজে ব্যাপারটা ছাড় দিতে চাইনি। তাই আরও উপরের মহলে বিষয়টি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে কড়া ভাষায় কিছু চিঠি ছাড়লাম। অনেক যুক্তি দেখানোর চেস্টা করেছি। হয়ত আমার মতো অনেকেই এ ধরনের কর্মকান্ড করেছেন, যার ফলশ্রুতিতে গত দেড় বছর ধরে আমাদের বাংলাদেশী টাকাও নিয়মিতভাবে গোটা কয়েকটি সিলেকটিভ দেশের পাশাপাশি স্থান পেয়েছে। শুধু তা-ই নয়, ঘরে বসেই ইন্টারনেট ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে অপেক্ষাকৃত কম ফি দিয়ে দেশে বিদেশে টাকা পাঠানো যায়। এ বিষয়টি আমাদের প্রবাসী বাংলাদেশীদের জন্য অনেক বড় অর্জন না হলেও ছোট-খাট এক অর্জন, যার দ্বারা আমরা অনুপ্রাণিত হতে পারি।

উল্লিখিত ঘটনাগুলো নামে মাত্র কিছু উদাহরণ। আমাদের কমিউনিটিতে যত রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক সংগঠনের নেতা আছেন তাদের অনেকেই বিভিন্ন ক্ষেত্রে বেশ স্কিল্ড, এবং এসব মাথা যদি একত্রিত হয়ে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের উদ্যোগ নেন, তাহলে আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি সেইদিন আর বেশি দুরে নয় যখন আমরা বুক ফুলিয়ে বলতে পারব, 'আমরা যা চাই তা অর্জন করতে পারি'। এটা স্বদেশেই হোক কিংবা বিদেশে। যেহেতু এত দল বা সংগঠন দেশকে ঘিরেই, সেহেতু নিজ দেশের সন্মানেই এ কাজের উদ্যোগ নেই। দশ জনে মিলে কোনো কাজ করলে হারার সম্ভাবনা কম থাকে, আর হারলেও লোকসান ভাগাভাগি করে নেয়া যায় এবং এতে লজ্জার কিছুই থাকে না।

arifurk2004@yahoo.com.au